দৈনিক
জনকণ্ঠ
তারিখ ... 20 JUL 2005
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

পরীক্ষা পদ্ধতি

কয়েকটি স্কুল ও মাদ্রাসাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণের আওতায় নিয়ে সরকার একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পেরেছে। আর ওই সিদ্ধান্তের ফলে বদলে যাচ্ছে উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি। বছরে তিনটি পরীক্ষা বা বার্ষিক পরীক্ষাই চূড়ান্ত-এর বদলে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু হতে যাচ্ছে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী অবধি। আর এ সেমিস্টারগুলোতে প্রতি বিষয়ে ১০০ নম্বরের বদলে পরীক্ষা হবে ৭০ নম্বরের। বাকি ৩০ নম্বর থাকছে ক্লাস টিচারের হাতে। তিনি ছাত্রের ক্লাসে উপস্থিতির হার, শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ, মূল্যায়ন এ্যাসাইনমেন্ট, আচরণ, মূল্যবোধ, সততা, বক্তব্য উপস্থাপনা, নেতৃত্বের গুণাবলী, নিয়মানুবর্তিতা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, খেলাধুলায় কৃতিত্ব ও বিজ্ঞান বিষয়ে ব্যবহারিক ক্লাসের ফলাফল নির্ধারণ করে এ নম্বর দেবেন।

যে কোন নতুনকে হঠাৎ করে অপরিচিত মনে হয়। তার বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়ায় সকলে। আর শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে হলে তো কোন কথাই নেই। তা ছাড়া আমাদের দেশে একের পর এক শিক্ষানীতি হয়, কিন্তু কোনটাই বাস্তবায়িত হয় না। এমনকি বাস্তবতার সঙ্গে মিল রেখে কোন শিক্ষানীতিও হয় না। তাই এ পরীক্ষানীতি কতটা বাস্তবায়িত হবে তাতে যেমন প্রশ্ন থেকে যায়, তেমনি এ পদ্ধতির বিরোধিতাও কোন কোন মহল থেকে হতে পারে। তবে বর্তমান সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এ পরীক্ষা পদ্ধতির বিরোধিতা করা কি যৌক্তিক হবে! বরং এর ভেতর আসলে কি ভালর উপাদান বেশি নেই? কারণ বর্তমান সময়ে একটি ছাত্রকে শিক্ষাজীবন এমনকি স্কুল শিক্ষাজীবন শেষ করে দেশ-বিদেশে বেরিয়ে পড়তে হয়। তাই ওই সময়ের ভেতর তাকে অনেকটা পূর্ণাঙ্গ করে গড়ে তোলা দরকার। তা ছাড়া শিক্ষার সঙ্গে আচরণের বিষয়টি একান্ত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আর অতি ক্ষুদ্র একটা বিষয়— তাহলো স্কুলে উপস্থিতির সঙ্গে একটা নম্বর পাবার নিয়ম থাকলে স্কুলে উপস্থিতি বাড়ে। তাই সব মিলিয়ে এ পদ্ধতিকে ভাল চোখে দেখলে এর ভেতর ভালর দিকটা বড় হয়ে দেখা দেবে। কিন্তু পদ্ধতির থেকে বড় কথা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করছে কে? যেমন গণতন্ত্র আদৌ কোন মন্দ পদ্ধতি নয়, মন্দ পদ্ধতি ছিল না সমাজতন্ত্র; কিন্তু এগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে যাঁরা বাস্তবায়ন করেন তাঁদের যোগ্যতার কারণে। আমাদের গণতন্ত্র যে মুখ থুবড়ে পড়েছে তারও কারণ কিন্তু যারা বাস্তবায়ন করছেন তাঁদের কারণে। তাই এ পরীক্ষা পদ্ধতির মুখ থুবড়ে পড়ারও কিন্তু মূল কারণ হতে পারে কারা এটা বাস্তবায়ন করবেন তাঁদের ওপর। অর্থাৎ যে শিক্ষকরা এটার বাস্তবায়ন করবেন তাঁদের ওপর। তাই সবার আগে দরকার আমাদের শিক্ষকদের যোগ্য করে তোলা। তা ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় বড় হয়ে দেখা দেয় যেমন খেলাধুলায় নম্বরের ব্যবস্থা আছে। এটা বাস্তবে কতগুলো স্কুলে সঠিকভাবে পালিত হবে। কারণ বর্তমানে শহরে কতগুলো স্কুলে খেলার মাঠ আছে। এখন একটি ফ্ল্যাটেও একটা স্কুল। এ অবস্থায় খেলাধুলায় নম্বর দেবার পথ যেমন নেই, তেমনি ছাত্রদের খেলাধুলায় পারদর্শী হিসেবে গড়ে তোলার পথ কী? এরপরে রয়েছে নৈতিকতার বিষয়টি। এটা কিভাবে নির্ধারণ করা হবে? কারণ সব শিক্ষকের কাছে নৈতিকতা এক নয়। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া একজন শিক্ষকের কাছে নৈতিকতা হলো আধুনিকতা, একজন মাদ্রাসা থেকে আসা শিক্ষকের কাছে সেটা নৈতিকতা নয়। মূল্যবোধও তেমনি। দেশের আবহমান চেতনার প্রতি বিশ্বাস কারও কাছে মূল্যবোধ আবার কারও কাছে পশ্চাৎপদতা মূল্যবোধ। তাই মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পরিমাপক কী হবে? তা ছাড়া শিক্ষকরা সততা রক্ষা করবেন কতটা? কারণ আজকাল ক্লাস টিচারের কাছে প্রাইভেট পড়লে রেজাল্ট ভাল হয়। এ ক্ষেত্রেও কি সেটাই ঘটবে না? অন্যদিকে এখানে যে বিষয়টি ভুলে থাকা হয়েছে তা হলো ছাত্রের সাধারণ জ্ঞান। অন্য গুণাবলীর ভেতর সাধারণ জ্ঞানকে অবশ্যই রাখতে হবে। আবার ছাত্রদের সাধারণ জ্ঞান নির্ধারণ করতে হলে শিক্ষকেরও সাধারণ জ্ঞান থাকতে হবে। শিক্ষক যদি জ্ঞানের দিক থেকে ষাটের দশকে বসে থাকেন আর ছাত্র যদি থাকে ২০০৫-এ সেখানে তো ছাত্রটি শুধু বিপাকে পড়বে না, তার ক্ষতিও হবে। তাই শিক্ষককে আপটুডেট করার ব্যবস্থা করতে হবে।

এমনিভাবে এ পরীক্ষা পদ্ধতিতে কিছু সংস্কারের দরকার রয়েছে। তবে এটা চালু না করার কোন কারণ নেই।